International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IX, Special Issue, June 2023, Page No. 93-97
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v9.iSpecial.2023.93-97

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে শিক্ষক শিক্ষার নীতির উপর একটি সমীক্ষা বা প্রবন্ধ

শশাঙ্ক দুলে
শিক্ষা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Teaching is a goal oriented activity. Teaching involves the process of behavioral change. Teacher education programs have existed in India for over a century. Teacher education refers to certain principles and procedures for equipping teachers to present content in the classroom with appropriate knowledge and skills. Since independence, India has witnessed rapid expansion and growth in every social sphere. The development of the society depends on the dynamic nature of the education system and the development of the education system depends on the planners, administrators, educators and teachers of the nation. The most important aspect in education is teacher performance. With the help of which students step on the path of future life. A nation cannot move a foot without the help or advice of a teacher. Moreover, in today's society we are on the verge of developing new technologies that can revolutionize classroom teaching. But if you observe these days, you will see that despite the availability of new books, research opportunities, teaching aids, teachers are indifferent today. Therefore, this essay is intended to strengthen the teacher education process and to know the principles of teacher education that have been adopted in the post-independence era.
Keywords: Teaching, education.

"The teacher is indeed, the architect of our future"
Dr.Zakir Hussion.

ভূমিকা: স্বাধীনোত্তর সময় থেকে ভারত বর্ষ শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বজনীন সাক্ষরতা,পরিকাঠামো,সর্বজনীন শিক্ষায় প্রবেশ ও অন্তর্ভুক্তির উপর প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে। বর্তমান সংস্করণের প্রেক্ষাপটে শিক্ষক শিক্ষণে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ দুটি বিকাশ হল-শিক্ষার সর্বজনীনতার রাজনৈতিক স্বীকৃতি এবং 8 6 তম সংশোধনীর মাধ্যমে রাজ্যস্তরে Universalisation of Elementary Education-কে বাস্তবায়ন করা যা 2008 খ্রিস্টাব্দে শিক্ষা অধিকার পত্রে এবং 2005 এর National Curriculum Framework (NCF)এর মাধ্যমে এসেছে শিক্ষার অধিকার আইনে বলা হয়। ছয় থেকে 14 বছরের সকল শিশুকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান করতে হবে। সেক্ষেত্রে 200 সংখ্যক ছাত্রের স্কুলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর অনুপাত হবে 1:30। সেই জন্য শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষার মান উন্নয়ন অপরিহার্য।শিক্ষকদের ব্যক্তিগত প্রস্তুতিতে কার্যকরী করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান ধারার সঙ্গে একে যুক্ত করা। পাশাপাশি সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে কলেজ স্তরে উন্নীত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের

অধীনে আনতে হবে।এবং শিক্ষক প্রশিক্ষণকাল এক বছরের পরিবর্তে দুই বছর করতে হবে শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য Correspondence Course-এর সুযোগ থাকবে। এর সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষকদের গবেষণার সুযোগ থাকবে। তাই এই সমস্ত শিক্ষণ প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে শিক্ষকদের প্রাক প্রাথমিক, প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও কলেজ স্তরে পাঠদানের জন্য তাদের সজ্জিত করা।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়কালের কমিশন: স্বাধীন ভারতে শিক্ষার জাতীয় লক্ষ্য কি হওয়া উচিত তা আমাদের সংবিধানের প্রস্তাবনায় উল্লিখিত হয়েছে। ভারতকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র রূপে গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে। স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই এক নবযুগের সূচনা হয়েছে।স্বাধীনতা,সাম্য,সামাজিক ন্যায় ও ভ্রাতৃত্ববোধের ভিত্তিতে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য চিরাচরিত শিক্ষা ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন হয়।তাই স্বাধীন ভারতের দুই দশকের মধ্যে দেশে শিক্ষা সংস্কারের জন্য রাধা কৃষ্ণনান কমিশন (1948)মুদালিয়ার কমিশন (1952)এবং কোঠারি কমিশন (1964-66)গঠিত হয়েছে। কমিশন গুলির সুপারিশ ও পরামর্শ জাতীয় শিক্ষার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। আবার কমিশন গুলির সুপারিশের ভিত্তিতে ভারতে একাধিক শিক্ষা নীতি ঘোষিত হয়েছে -1968,1979 এবং 1986 । এইসব নীতি কে কেন্দ্র করে স্বাধীন ভারতে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন চলছে। তাই স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন কমিশন এই শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন ও সমস্যা নিয়ে আলোকপাত করেছেন সেগুলি নিম্নরূপ:

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন: (1948-49)স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার ভারতে উচ্চ শিক্ষার সংস্কার ও অগ্রগতির প্রতি মনোযোগ দেন এইজন্য ভারত সরকার 1948 খ্রিস্টাব্দে স্বাধীন ভারতে প্রথম শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন হলেন এই কমিশনের সভাপতি ডক্টর রাধা কৃষ্ণান ছাড়া এই কমিশনে ছিলেন ডঃ লক্ষণ স্বামী মুদালিয়ার, ডঃজাকির হোসেন, ডঃ তারাচাঁদ, ডঃ মেঘনাদ সাহা, ডঃএন কে সিদ্ধান্ত। শিক্ষক শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় কমিশন সুপারিশ করেন যে,

1) শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা বিচার করে নিয়োগ করতে হবে এবং শিক্ষকদের প্রফেসর,রিডার,লেকচারার,ইন্সট্রাকটার এই চারটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করতে হবে।
2) ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ।
3) রাধা কৃষ্ণান কমিশন শিক্ষকদের অবসর গ্রহণের বয়স নির্ধারণ করেন সারবছর। এরপর কর্মক্ষম থাকলে ৬৪ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ানো চলবে।শিক্ষকদের কাজ, ছুটির দিন, প্রভিডেন্ট ফান্ড প্রভৃতি চাকরির অবস্থা স্থির করার কথা বলেছেন।
4) বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ ছাত্রদের উৎসাহ ও আগ্রহের সৃষ্টি করা।গবেষণায় উৎসাহিত করা ইত্যাদি। সেই কারণে শিক্ষকগণ হবেন উন্নত চরিত্রের এবং শিক্ষাগত গুণে গুণবান।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন: (1953-53) 1952 সালে ভারত সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য একটি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। এই কমিশনের সভাপতি করা হয় মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ লক্ষণ স্বামী মুদালিয়ার কে 9 জন সদস্যের এই কমিশনে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের দুজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদকে নেওয়া হয়েছে। এই কমিশন মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন বা মুদালিয়ার কমিশন নামে পরিচিত। শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য কমিশন শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থা আরো শক্তিশালী করে তোলার প্রস্তাব দেন শিক্ষকদের জন্য Refresher Course,Short Intensive Course এর প্রবর্তন করার সুপারিশ

করেন।প্রচলিত প্রাণহীন শিক্ষক শিক্ষণ ব্যবস্থা অনেক পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাবও এই কমিশনের রিপোর্টে স্থান পেয়েছে।

1) শিক্ষক শিক্ষণের জন্য দু ধরনের কলেজ থাকবে, যথা আন্ডার গ্রাজুয়েটদের জন্য দু বছরের কোর্স এবং গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের জন্য এক বছরের কোর্স।
2) ট্রেনিং কলেজ গুলিতে শিক্ষাবিজ্ঞানের গবেষণা,ওয়ার্কশপ,ট্রেনিং কোন বিশেষ ধরনের স্বল্পকালীন শিক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থা থাকবে।শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাতিরিক্ত এবং সহপাঠ্যসূচীভুক্ত কার্যে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য হবেন।
3) শিক্ষণ প্রাপ্ত গ্রাজুয়েটদের ৩ বছরের শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা থাকলে তিনি শিক্ষা বিষয়টিতে মাস্টার্স ডিগ্রী গ্রহণ করতে পারবেন।
4) অবশেষে বলা যায় ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক, কিছু সংখ্যক নির্বাচিত প্রধান শিক্ষক এবং পরিদর্শকদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ও শিক্ষা সম্পর্কিত পরামর্শ গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা উচিত।

NCERT (1961): নতুন দিল্লিতে 1961 সালের 1লা সেপ্টেম্বর বিদ্যালয়ের শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষণ পরিষদ। এই সংস্থার সুপারিশ গুলি নিম্নরূপ:

1) প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক শিক্ষণ পাঠক্রম পুনর্গঠন করা।
2) শিক্ষার্থীদের পাঠদান ও মূল্যায়নের পুনর্গঠন করা।
3) রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে,বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা ও প্রয়োজনে পরামর্শ দেওয়া।
4) স্কুল শিক্ষক এবং শিক্ষক শিক্ষিকাদের জাতীয় পুরস্কারের একটি প্রকল্প প্রদান করা।

ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (1964-66):শিক্ষার সামগ্রিক মূল্যায়ন ও পুনর্গঠন এর জন্য ভারত সরকার ডক্টর ডি এস কোঠারির সভাপতিত্বে দেশী-বিদেশি শিক্ষাবিদদের নিয়ে 1964 খ্রিস্টাব্দে ভারতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ডক্টর কোঠারির নাম অনুসারে এই কমিশন কোঠারি কমিশন নামেও অভিহিত। স্বাধীন ভারতে শিক্ষার ইতিহাসে এটি হলো তৃতীয় শিক্ষা কমিশন। ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের মতে শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের পেশাগত শিক্ষার মানোন্নয়ন অপরিহার্য। সেই জন্য কমিশনের সুপারিশ হল-

1) শিক্ষকদের বৃত্তিগত প্রস্তুতিকে কার্যকরী করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার প্রধান ধারার সঙ্গে একে যুক্ত করতে হবে। অপরদিকে স্কুল জীবন ও শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে একে সম্পর্কিত করতে হবে। শিক্ষক শিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন,এই বিচ্ছিন্নতা দূরীকরণ করা।
2) সমস্ত শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানকে কলেজ স্তরে উন্নীত করে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আনতে হবে। প্রতি রাজ্যে স্টেট বোর্ড অফ টিচার এডুকেশন স্থাপন করা। এই বোর্ড শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।
3) শিক্ষক প্রশিক্ষণকাল এক বছরের পরিবর্তে দুই বছর করতে হবে।
4) শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মান উন্নয়ন।
5) প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে আলোচনা ও পরিকল্পনা করার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সংগঠিত করা।
6) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের যোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য করেসপন্ডেন্স কোর্সের সুযোগ থাকবে।স্নাতকদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার বিশেষ ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি (NPE)1968: 1967 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষানীতি নির্ধারণের পর ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করেন।এই কমিটির রিপোর্ট কেন্দ্রীয় শিক্ষা বোর্ড (CABE)আলোচনার পর ভারত সরকার কর্তৃক সমগ্র ভারতের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি 1968 ঘোষিত হয়।কোঠারি কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ঘোষণা করেন।এই শিক্ষানীতিতে 17 টি দফা আছে। শিক্ষক-শিক্ষণের সুপারিশ গুলি নিম্নে আলোচনা করা হলো।

1) শিক্ষকদের বেতন এবং অন্যান্য পরিষেবার শর্ত গুলি তাদের যোগ্যতার বিষয়ে পর্যাপ্ত এবং সন্তোষজনক হতে হবে।
2) শিক্ষক শিক্ষণ বিশেষ করে সেবামূলক শিক্ষায় যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া উচিত।
3) শিক্ষকদের স্বাধীন অধ্যয়ন ও গবেষণা প্রকাশ ও প্রকাশের জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে কথা বলা ও লেখার স্বাধীনতা রক্ষা করা উচিত।

National policy on teacher education (1986): শিক্ষক শিক্ষণ সংক্রান্ত জাতীয় শিক্ষানীতি 1986 সালে

মে মাসে সংসদ কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। এটি শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাকে সংশোধন করার সুপারিশ করেছিল।

1) নির্বাচিত মাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলিকে আপগ্রেড করতে হবে।
2) প্রতিটি জেলায় District institute of Education and training(DIET) প্রতিষ্ঠা করতে হবে এই প্রতিষ্ঠানে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষক ননফরমাল ও বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকদের চাকরিরত অবস্থায় অথবা চাকরি পূর্ব অবস্থায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে।
3) NPE-1986-এ শিক্ষক শিক্ষণ এর উন্নয়নের জন্য National council for teacher education(NCTE)-এর উপর দায়িত্ব দেওয়া হবে এর প্রধান কাজ হবে সারাদেশের শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি নজর রাখা ও শিক্ষক শিক্ষণ মানের উন্নয়ন ঘটানো।
4) SCERT-এর কাজের পরিপূরক হিসেবে নির্বাচিত শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলির আপগ্রেডিং।

শিক্ষক শিক্ষার জাতীয় পর্ষদ(NCTE-1993): 1993 খ্রিস্টাব্দে পার্লামেন্টের আইন অনুযায়ী শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের জন্য NCTE-এর উপর দায়িত্ব প্রদান করা হয়। যদিও NCTE অনেক পূর্বেই স্থাপিত হয়েছে। তবে 1993 খ্রিস্টাব্দের পূর্বে স্বয়ং শাসিত সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি। যে আইনের দ্বারা এটি স্বয়ং শাসিত হিসেবে স্বীকৃতি পায় তার নাম হলো National council of teacher education act 1993।ভারতের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল গুলি, এর অন্তর্ভুক্ত কাউন্সিলের প্রধান কাজ হবে শিক্ষক শিক্ষার গুণগত মান নির্দিষ্টকরণ এবং তার রক্ষার জন্য সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এই উদ্দেশ্যে কাউন্সিলের প্রধান কাজ গুলি হল-

1) শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন দিকের উপর সার্ভে ও অধ্যয়ন করা এবং তার ফলগুলি প্রকাশ করা।
2) শিক্ষক শিক্ষার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিকল্পনা এবং কর্মসূচি প্রস্তুত করা এবং ওইগুলি কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার,বিশ্ববিদ্যালয়,ইউজিসি এবং অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলিতে সুপারিশ করা।
3) দেশে শিক্ষক শিক্ষার বিকাশ এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদির ব্যাপারে তদারকি করা। বিদ্যালয় এবং অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার জন্য ন্যূনতম যোগ্যতার রুপরেখা তৈরি করা।
4) শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন কোর্সের নর্ম নির্ধারণ করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা স্থির করা এবং পাঠক্রম প্রণয়ন।
5) অনুমোদিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যদি কোন নতুন কোর্স শুরু করতে হয় তার রূপরেখা স্থির করা।

6) শিক্ষক শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কর্মসূচি স্থির করা এবং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানগুলি নির্দিষ্ট করা এবং এর পাশাপাশি শিক্ষকের বিকাশ সংক্রান্ত বিষয়গুলির পর্যালোচনার জন্য নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরি করা।

উপসংহার: যেকোনো বৃত্তি বা পেশার সাফল্য নির্ভর করে ওই বৃত্তি সম্পর্কে ব্যক্তির পেশাদারী জ্ঞান,পেশা সম্পর্কিত সাম্প্রতিক তথ্যের উপর ধারণা,পেশার প্রতি সুগভীর অনুরাগ এবং তার দক্ষতা ও কার্যকারিতার উপর।পূর্বে একটি ধারণা প্রচলিত ছিল যে, যিনি শিক্ষকতা পেশায় সার্বিক গুণসম্পন্ন, তিনি ওই গুণগুলি জন্মগতভাবে অর্জন করে থাকেন। কিন্তু বর্তমানকালের দ্রুততম প্রযুক্তিগত উন্নয়ন এই ধারণাটিকে অনেকটায় ত্রুটিযুক্ত প্রমাণিত করেছে।বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত কৌশলের ব্যবহার এবং যথার্থ শিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে একজন শিক্ষক যদি উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হন তাহলে তিনি অবশ্যই শিক্ষকতার গুণগুলি অর্জনের যথার্থ অধিকারী হবেন।অর্থাৎ শিক্ষকতা পেশায় ইচ্ছুক একজন মানুষ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার যথাযথ প্রশিক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমেই আদর্শ শিক্ষক হয়ে উঠতে পারেন।

শিক্ষকতা পেশা একটি অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা এবং অন্যান্য প্রায় সকল পেশার থেকে এর স্থান অনেকটাই উর্ধ্বে।প্রকৃত পক্ষে,শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার প্রধান কারিগর। আজকের শিশুটি শিক্ষকের দ্বারা যথোপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করে আগামী দিনে দেশের সুবিশাল কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাইতো প্রতিটি দেশের প্রত্যেক মা-বাবা তাদের শিশুটির হাত ধরে শিক্ষক মহাশয় এর কাছে নিয়ে যান মানুষের মতো মানুষ করে গড়ে তুলতে। সুতরাং একথা বললে ভুল হবে না যে,শিক্ষকের পেশা যেমন সম্মানজনক তেমন বিশাল দায়িত্বপূর্ণ বটে। সেই কারণে একজন ব্যক্তি কে যথার্থ গুণবান ও আদর্শবান শিক্ষক হিসাবে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন একটি উন্নত মানের শিক্ষক প্রশিক্ষণ পাঠক্রম।যেহেতু শিক্ষকতা একটি বিশেষ ধরনের বৃত্তি তাই শুধুমাত্র বিষয়ের গভীরতা থাকলেই এই শিক্ষকতা পেশায় সফল হওয়া যায় না,ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে তার বিষয় সম্পর্কিত জ্ঞান কিভাবে সহজে সঞ্চালন করা যায় সেই সম্পর্কে তাকে ওয়াকিবহাল হতে হবে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1) পাল দেবাশীষ: সমকালীন ভারত ও শিক্ষা (2021-22) রীতা পাবলিকেশন।
2) ভক্তা ভূষণ ভক্তি: ভারতীয় শিক্ষার রূপরেখা (2011) অ আ ক খ প্রকাশনী।
3) R.C. Agarwal: constitutional development and national movement of India,S.Chand Company, New Delhi,1994.
4) স্যানাল দীপ্তি ও মিত্র গঙ্গারাম: ভারতের শিক্ষার ইতিহাস (2008) নব প্রকাশনী।
5) চট্টোপাধ্যায় কুমার মিহির, পাল কুমার অভিজিৎ, পাণ্ডে প্রণয়: স্বাধীনোত্তর ভারতে শিক্ষা(2019-20) রীতা পাবলিকেশন।
6) মেটে জয়ন্ত, ঘোষ বিরাজলক্ষ্মী, দেব রুমা: শিক্ষক শিক্ষণ ও মূল্যায়ন (2021-22) রীতা বুক এজেন্সি।
7) Mohan Radha: Teacher Education (2019) PHI Learning Private Limited, Delhi.